International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 97-103
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.200

মুক্তির আলোকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

অচিন্ত্য ঘোষ

রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, নাড়াজোল রাজ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The concept of moksha (liberation) occupies a central position in Indian philosophy as the highest puruṣārtha (goal of human life). This paper examines the nature, relevance, and diverse interpretations of liberation across various classical Indian philosophical traditions. Both orthodox (āstika) and heterodox (nāstika) systems agree that the ultimate aim of philosophical inquiry is the complete cessation of suffering; however, they differ significantly in their understanding of the nature and means of attaining moksha.

In Advaita Vedānta, liberation is understood as the realization of the non-dual identity of the individual self (jīva) and Brahman, achieved through the removal of ignorance (avidyā). Viśiṣṭādvaita, on the other hand, conceives moksha as the attainment of divine proximity and eternal bliss, while maintaining the distinction between the individual soul and God. In Sāṃkhya and Yoga, liberation (kaivalya) is attained through the discriminative knowledge of the difference between prakṛti and puruṣa, and through the cessation of mental modifications. Nyāya-Vaiśeṣika defines liberation as the absolute cessation of all forms of suffering, wherein the self exists devoid of all qualities. Mīmāṃsā interprets moksha as the complete dissolution of the bonds constituted by body, senses, and objects.

Among the heterodox systems, Cārvāka rejects the notion of moksha altogether, identifying death as the only end of suffering. In contrast, Buddhism explains nirvāṇa as the cessation of craving, ignorance, and the cycle of rebirth, while Jainism conceives liberation as the soul's release from karmic bondage and its establishment in a state of eternal bliss and purity.

The paper concludes by arguing that moksha should not be interpreted merely as a negative state of the cessation of suffering. Rather, it is a positive condition of purified consciousness in which the individual realizes their true nature and manifests truth, goodness, and beauty. Thus, liberation lies not in the complete annihilation of desires, but in their purification and transformation.

Keywords: Moksha, Puruṣārtha, Viśiṣṭādvaita, Sāṃkhya, Yoga, Nyāya-Vaiśeṣika, Mīmāṃsā, Nirvāṇa, Jain Philosophy, Cessation of Suffering, Self-realization.

মুক্তির আলোচনা করতে হলে নানাবিধ প্রশ্ন আসে যেমন, মুক্তি কী বা তার প্রাসঙ্গিকতা কী বা তার স্বরূপই বা কী? কেন ভারতীয় দর্শনে এত গুরুত্বের সাথে মুক্তি বা মোক্ষ নিয়ে আলোচনা করা হয়? মোক্ষকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করলেও মোক্ষই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ কিনা অথবা মোক্ষকে আদৌও স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? ইত্যাদি সব প্রশ্নের আলোচনা করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আস্তিক ও নাস্তিক নির্বিশেষে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবের ইহ জাগতিক যাবতীয় দুঃখ যন্ত্রণার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তিই দর্শন চর্চার মূল লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। সম্প্রদায় ভেদে মুক্তি কখনও মোক্ষ, কখনও অপবর্গ, কখনও নির্বাণ বা কখনও কৈবল্য, কখনও বা অপূর্ব - এই জাতীয় সমপর্যায়ের বাচক পদ দ্বারা অভিহিত হয়েছে। তবে মোক্ষের সাধন এবং স্বরূপ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি - এই তিন মোক্ষ সাধন মার্গ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়, তবে উক্ত তিন সাধন মার্গের মধ্যে কোনটি বা কোন গুলির প্রাসঙ্গিকতা বেশি সেই বিষয়ে সম্প্রদায় গুলির মধ্যে মতপার্থক্য আছে। মোক্ষ বা মুক্তির স্বরূপও বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়দের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে জীবের ব্রহ্মাত্মৈক প্রাপ্তিরূপ বিবেক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা অর্জনই হল মোক্ষ অবস্থা।[১] মোক্ষে জীব আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবের স্বরূপ জীবে নিত্য বর্তমান। কিন্তু সংসার দশায় তা অজ্ঞান হেতু আচ্ছাদিত হয় বলে, জীব ব্যবহারিক জীবনের নানা দুঃখ দূর্দশা প্রাপ্ত হয়। মোক্ষে ঐ অজ্ঞানাবরণ অপসারিত হওয়াতে জীব পুনরাবির্ভূত অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ করে বলে মনে হয়। এস্থলে জীব তার স্বরূপে অবস্থান করে।[২] এজন্য শ্রুতিতেও বলা হয়েছে- "ঠিক এই প্রকারে এই সম্প্রসাদ (মুক্ত-জীব) এই শরীর হ'তে সমুত্থিত হয়ে, (অর্থাৎ দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ করে) পরজ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়ে, স্ব-স্বরূপেই অভিনিষ্পন্ন হন"।[৩] এই অবস্থাই অদ্বৈত বেদান্ত মতে জীবের মুক্তি বলে কথিত হয় ।[৪] জীব পূর্বে অজ্ঞান বশতঃ নিজেকে বদ্ধ মনে করত। তার ফলে, সংসার তাপে দগ্ধ হয়ে নানা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করত। স্বরূপোলব্ধি হলে জীব সর্ব দুঃখের অতীত হন, পূর্ব বন্ধন বিনির্মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ আত্ম স্বরূপে অবস্থান করেন। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, অদ্বৈতবেদান্ত মতে, পূর্ববন্ধন বোধের নিবৃত্তিমাত্র হলেই মোক্ষ হয়। তা'তে আর অপর কিছু লাভের অপেক্ষা থাকে না। বন্ধন কেটে গেলেই স্বরূপ বোধ আবির্ভূত হয়। স্বরূপপ্রাপ্ত জীব পরব্রহ্মের সাথে একত্বপ্রাপ্ত হন। এজন্য ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে -"অধিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ"। এই অদ্বয় অবস্থাই হল জীবের ব্রহ্মৈকত্ব প্রাপ্তি। এই অবস্থাকে শ্রুতিতে বলা হয়েছে-"তত্ত্বমসি", "সোহহম্" কিংবা "অহং ব্রহ্মাস্মি"। অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ এবং আমি তাঁর হতে ভিন্ন নই। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর জীবন মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি উভয় প্রকার মুক্তির কথাই স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ, সাংখ্য, জৈনদের মতোই, শঙ্করের মতে, জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ করা যেতে পারে। অবশ্য একথা বলা যায় যে, দেহ যেহেতু অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন, তাহলে মুক্তিতে অজ্ঞান নষ্ট হলেও দেহ থাকবে কি করে? শঙ্কর এর উত্তরে বলেছেন- শরীর প্রারব্ধ কর্মের ফল। তাই মুক্তিলাভের পরও শরীর থাকতে পারে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি কখনো শরীরের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলেন না। তিনি জগতে নিরাসক্ত ভাবে থাকেন। বলা হয়েছে- "যিনি দেহে, ইন্দ্রিয়াদিতে, এবং গৃহধনাদিবিষয়ক কর্তব্যকর্মে 'আমি-আমার' অভিমানশূন্য এবং রাগদ্বেষরহিত তিনিই জীবন্মুক্ত"।[৫] প্রারব্ধ কর্ম যখন বিনষ্ট হয়, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের নাশ হয়, এবং তার ফলে জীবন্মুক্ত পুরুষ বিদেহমুক্তি লাভ করেন। এই অবস্থায় জ্ঞানী পুরুষ চিরদিনের জন্য ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। যিনি বিদেহ মুক্তি লাভ করেছেন, তাঁর কখনো পুনর্জন্ম হয় না। এইভাবে অদ্বৈতবেদান্তে মোক্ষ আলোচিত হয়েছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ মতে মুক্তি হল জন্য পদার্থ। উহা সাধন লব্ধ। রামানুজ মতে জীব মুক্তাবস্থায় ব্রহ্ম স্বরূপ হয় না, ব্রহ্ম সম হয়। তাঁর মতে, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিই মুক্তি। সুতরাং, রামানুজ মতে, জীব ও ব্রহ্মের স্বধর্ম উপলব্ধি মোক্ষ বলে গৃহীত হয়েছে। এই মোক্ষ হল আনন্দের অবস্থা। রামানুজ মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নিত্য বর্তমান। "তাদাত্ম্য" বলতে রামানুজ জীব-জগতের তদাত্মক ভাব (ব্রহ্মরূপতা) কেই বুঝেন। কিন্তু, ব্যাপ্য জীব জগৎ ও ব্যাপকীভূত ব্রহ্মের এই তাদাত্ম্য বা অভেদের নির্দেশকে তিনি, চিৎ

জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্মভাব নিবন্ধন বলে মনে করেন।[৬] নিত্য বলে এই সম্বন্ধের কখনো বিনাশ হয় না। সুতরাং মুক্তিতেও উহা থাকে। এজন্য শ্রুতিতে বলা হয়েছে, - "ব্রহ্মানন্দ হ্রদান্তস্থো মুক্তাত্মা সুখমেধতে।" অর্থাৎ মুক্তাত্মা ব্রহ্মানন্দ রূপ হ্রদের অভ্যন্তরে অবস্থিত থেকে সুখ লাভ করেন। বেদান্ত দর্শনের অপরাপর শাখাতে মুক্তি বিষয়ে সাধারণতঃ অদ্বৈত মত কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের কোন না কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন তান্ত্রিক দর্শনের মধ্যেও বেদান্ত মতানুসরণে মোক্ষ নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই মুক্তি বেদান্ত মতে "সালোক্য", "সামীপ্য", "স্বারূপ্য" ও "সাযুজ্য" ভেদে চার প্রকার।

শৈবদর্শনাচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতে পাশববিচ্ছেদ ও পশুত্বনিবৃত্তিই মুক্তি। শিবত্ব প্রাপ্তিই মুক্তি। মুক্তিতে জীব শিবের কল্যাণময় গুণ লাভ করেন এবং খল ও দোষ শূন্য হন। মুক্ত জীব শিবতুল্য বা শিব সমান হন; কিন্তু, শিব হন না। মুক্ত অবস্থায় জীব নিজের পরিপূর্ণ অহংভাবকে অনুভব করলেও শিবের সাথে এক হয়ে যান না। মুক্ত পুরুষের অহংভাব সাংসারিক পরিচ্ছন্ন অহংভাব নয়; উহা অপরিচ্ছন্ন অহংভাব। মুক্ত জীব বিভু। মুক্ত জীব ঈশ্বরের সাথে সমান আনন্দ অনুভব করেন। মুক্ত জীবের ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিকার নাই। তিনি শিবের চিরস্থায়ী আনন্দ-স্বরূপ সর্বদা দর্শন করেন।

মীমাংসা সূত্রে স্বর্গ প্রাপ্তির কথাই বলা হয়েছে। সেখানে মুক্তির বর্ণনা নেই। কিন্তু, পরবর্তী আচার্য্যগণ স্বর্গ প্রাপ্তি অপেক্ষা মুক্তিকে অধিক সমাদর করেছেন। শাস্ত্রদীপিকা গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে- এই জগতের সাথে আত্মার সম্বন্ধ বিলয়ের নামই মোক্ষ। তিন প্রকার বন্ধন পুরুষকে আবদ্ধ করে- ভোগায়তন শরীর, ভোগ সাধন ইন্দ্রিয় সকল, আর ভোগ্য শব্দাদি বিষয় সকল। এই তিন প্রকার বন্ধনের আত্যন্তিক বিলয়কেই মীমাংসক মতে মোক্ষ বলা হয়েছে।[৭] মুক্তিতে শুধু পূর্বে উৎপন্ন শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের নাশই হয় না। ধর্মাধর্মের সম্পূর্ণ নিঃশেষ হওয়ার ফলে ভবিষ্যৎ শরীরের উৎপত্তি সম্ভাবনাও বিনষ্ট হয়। অদ্বৈত-বেদান্তে প্রপঞ্চ বিলয়কেই মোক্ষ বলা হয়েছে। মীমাংসা মতে জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য হওয়ায়, প্রাভাকর মতে তাই, 'পরিক্ষয়নিবন্ধন ধর্মাধর্মের নিঃশেষ বশতঃ আত্যন্তিক দেহচ্ছেদই হল মুক্তি।[৮] প্রাভাকর মতে আরও বলা হয়েছে- অন্য কোন ফলের আশা না করে কর্তব্যবুদ্ধিতে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানই নিয়োগ সিদ্ধি, ঐ নিয়োগ সিদ্ধিই মোক্ষ- "নিয়োগ সিদ্ধিরেব মোক্ষঃ"। তাই মুক্তিকে কার্যরূপ দশা বলা যায়; যে দশায় ক্রিয়া আছে, কিন্তু, অন্য কোন ফলের আকাঙ্খা নাই।[৯] মুক্ত অবস্থায় সুখ দুঃখের বিলয় হয়। মুক্তিতে আত্মা গুণ শূন্য হন। সুখ যেহেতু, একটি গুণ সেজন্য মুক্তিতে তারও অভাব হয়। মহর্ষি গৌতম ও কণাদ কথিত মুক্তির সাথে মীমাংসক কথিত মুক্তির এখানেই সামঞ্জস্য রয়েছে। মীমাংসায় মুক্তিকে আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তিও বলা হয়েছে।[১০] শ্লোকবার্তিক মতে, মুক্তি অভাবাত্মকাবস্থা বলে মোক্ষাবস্থায় কোন কিছুর অনুভূতি থাকে- একথা স্বীকার্য্য নয়। মুক্তাবস্থায় মন থাকে না বলে- যেমন সুখ থাকে না, তেমনই, দুঃখচ্ছেদরূপ অবস্থারও প্রাপ্তি হয়। কুমারিল তাই পরমাত্মপ্রাপ্তাবস্থাকেই মুক্তি বলেছেন। মীমাংসকাচার্য্য পার্থসারথি মিশ্র তাঁর *শাস্ত্রদীপিকা* গ্রন্থের তর্কপাদের প্রথমে আনন্দ মোক্ষবাদীদের মত বিশেষভাবে বর্ণনা করে ঐ মত খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে তাই মুক্তিতে নিত্য সুখের অভিব্যক্তি হয় না। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিমাত্র হয়।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই বন্ধন। আর উহাদের বিবেকই হল মুক্তি। যে কোন প্রকারে প্রকৃতির সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ।[১১] প্রয়োজন চরিতার্থ হেতু প্রকৃতির নিবৃত্তি এবং শরীরপাত হলে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ হয়।[১২] টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন- 'অসঙ্গ-চিৎস্বরূপ-আত্মা তখন (মোক্ষাবস্থায়) স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ যখন আর সেই আত্মায় প্রকৃতির কোন ভাব (সুখ-দুঃখ-মোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম) প্রতিবিম্বিত হয় না। তখন ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও

আধিদৈবিক) সমূলে উচ্ছেদ হয়।[১৩] আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ আবার একথাও বলেছেন যে, বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিরই হয়। পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলে উহার বন্ধন ও মুক্তির কথাই উঠে না। কোন পুরুষই বন্ধন, মোচন এবং সংসরণভাগী নয়। নানা পুরুষাশ্রিতা প্রকৃতিরই বাস্তবিক সংসরণ, বন্ধন ও মোচন হয়ে থাকে। প্রকৃতি পুরুষের ভোগও অপবর্গের উদ্দেশ্যে স্বীয়বুদ্ধিবৃত্তি ধর্মাধর্ম প্রভৃতি সপ্তরূপ দ্বারা (জ্ঞান ব্যতীত) আপনাকে আপনি বন্ধন করেন এবং একরূপে অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা আপনাকে আপনি মুক্ত করেন। পুরুষের যে অপবর্গের কথা বলা হয় তা পুরুষে আরোপিত প্রতিবিম্বরূপ মিথ্যা দুঃখের বিয়োগ মাত্র। সম্যক্ জ্ঞানাধিপথে আরোপিত প্রাকৃতিক ধর্ম বিদূরিত হলে পুরুষ স্বতন্ত্র, অসঙ্গ বা কেবলের ভাব প্রাপ্ত হন। ইহাই সাংখ্য মতে কৈবল্য বা মুক্তি। সাংখ্য মতে এই মুক্তি দু' প্রকার জীবন-মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি।

পাতঞ্জল মতে নির্বিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি সমূহের ধ্বংস হলে পর পুরুষ স্ব-স্বভাবে যখন অবস্থান করেন; তাকেই যোগশাস্ত্রে পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তি বলে। ঈশ্বর কৃপায় প্রাপ্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে স্তরে স্তরে প্রজ্ঞার বিকাশ বশতঃ চিত্ত বিনষ্ট হওযায় মুক্তাবস্থা লাভ হয়। যে সকল চরম প্রজ্ঞার ফলে, চিত্তবৃত্তি সমূহ ও চিত্ত ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় তা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করা যায়: (১) দুঃখের কারণ ভূত সংসারকে জানা ও ঐ সংসার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার নিঃশেষ সাধন অর্থাৎ ঐ জানার আর কিছু নাই; (২) সংসারের মূল কারণ উৎপাটন ও তার নিঃশেষ রূপ নিবৃত্তি অর্থাৎ উৎপাটন, ফলে তা'তে আর কিছুই করার নাই; (৩) নিরোধ সমাধি দ্বারা ঐ উৎপাটন কার্য সংঘটিত হয়েছে; (৪) পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ জ্ঞান লাভ হয়েছে। এই সকল প্রজ্ঞা লাভের পর কতকগুলি তাত্ত্বিক ঘটনা ঘটে। যথা- (১) বুদ্ধির পুরুষার্থতা সম্পন্ন হয়; (২) চিত্ত বিশীর্ণ হয়ে প্রকৃতির দিকে ধাবিত হয়; এবং (৩) বুদ্ধি আপন গুণ স্বভাবে পরিণত হয়। এই অবস্থার প্রাপ্তিতে কৈবল্য প্রাপ্তি হয়, একেই মুক্তাবস্থা বলে।[১৪] বিভিন্ন তান্ত্রিক দর্শন গুলিতে ও যোগানুশীলন এবং তান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণে পুরুষ-প্রকৃতির স্বরূপ জ্ঞান রূপ মুক্তি সাধিত হয় বলে বর্ণিত হয়েছে।

ন্যায়সূত্র কার মহর্ষি গৌতম বলেছেন, "তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ"।[১৫] অর্থাৎ ন্যায়মতে, মুখ্য ও গৌণ নির্বিশেষে সর্ববিধ দুঃখের সাথে অত্যন্ত বিয়োগই হল মুক্তি বা অপবর্গ। ন্যায়শাস্ত্রে জন্মই দুঃখ বলে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, জন্ম হতে শরীর ধারণ করতে হয়; তাই শরীরকেও দুঃখ বলে বিবেচনা করা হয়েছে।[১৬] সেই জন্মরূপ দুঃখের অর্থাৎ জায়মান শরীরাদি সর্ব দুঃখের অত্যন্ত বিয়োগকেই অপবর্গ বলা হয়েছে। গৃহীত জন্মের ত্যাগ ও অপর জন্ম পুনরায় অগ্রহণকেই জন্মরূপ দুঃখের অত্যন্ত বিয়োগ বলা হয়। আর, আত্মার শরীরাদি সর্বদুঃখ শূন্য স্বরূপাবস্থানকেই অপবর্গবিদ্‌গণ অপবর্গ বলে উল্লেখ করেছেন। মুক্তাবস্থায় আত্মার নয়টি বিশেষ গুণ যথা, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও সংস্কার প্রভৃতির উচ্ছেদ হয় এবং আত্মা তখন গুণশূন্য হওয়ায় স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে।[১৭] যতক্ষণ বাসনাদি আত্ম-গুণ-সকল বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। বাসনা সকলের মূলে থাকে মিথ্যা জ্ঞান; এই মিথ্যা জ্ঞানের কার্য্যরূপে বর্তমান থাকে দোষ; আর ঐ দোষের কার্য্য হল প্রবৃত্তি; এই প্রবৃত্তির কার্য্য বা ফল হল জন্ম; আর জন্মের ফল হল দুঃখ। সুতরাং, বাসনার উচ্ছেদে মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ বা বিনাশ প্রয়োজন, মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে দোষের বিনাশ প্রয়োজন; দোষের বিনাশে প্রবৃত্তির উচ্ছেদ প্রয়োজন; প্রবৃত্তির বিনাশে জন্মের উচ্ছেদ প্রয়োজন, এবং জন্মের উচ্ছেদ হলে পর দুঃখের ও আত্যন্তিক উচ্ছেদ সাধিত হয়ে যায়। এজন্য মহর্ষি গৌতম অপবর্গ সাধন সূত্রে বলেছেন-মিথ্যা জ্ঞান বিনাশে দোষ বিনষ্ট হয়, দোষের বিনাশে প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়, প্রবৃত্তির বিনাশে জন্মের উচ্ছেদ বা বিনাশ সাধিত হয়। ফলে, জন্মের বিনাশ বশতঃ দুঃখের ও আত্যন্তিক বিনাশ বা নিবৃত্তি সাধিত হয়। এইভাবে, আত্মার বাসনা সকলের বিনাশে দুঃখের বিনাশ হয়।[১৮]

বৈশেষিক দর্শনেও মুক্তি বিষয়ে সমানতন্ত্রের মতই সমর্থিত হয়েছে। মহর্ষি কণাদ বলেছেন 'অদৃষ্টজ শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধই সংসার এবং তার সাথে সম্বন্ধ উচ্ছেদই হল মুক্তি'।[১৯] ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই অপবর্গকে অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম ও ক্ষেম-প্রাপ্তি প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা বর্ণনা করেছেন।[২০] এইভাবে, আস্তিক দর্শনগুলি মোক্ষবাদ ব্যাখ্যা করেছেন।

নাস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে জড়বাদী চার্বাক সম্প্রদায় মোক্ষকে কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে স্বীকার করেন না। এই মতে বিভিন্ন দর্শনে মোক্ষকে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বলে বর্ণনা করায়; ইহ জাগতিক শরীরের বিনাশ ব্যতীত যেহেতু, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয় না; সেহেতু, মৃত্যুই হল মুক্তি সকল দুঃখের বিনাশ সাধক পরমার্থ বা মোক্ষ।[২১]

বৌদ্ধ মতে, নেতিবাচক বা অভাব বাচক অর্থে নির্বাণ হল কামনা, অসুয়া ও মূঢ়তা রূপ অগ্নিত্রয়ের অবসান। ইহা সকল স্বার্থবুদ্ধির সম্যক নাশ করে, দুঃখ দূর করে এবং জন্মমৃত্যুর চক্রাবর্তন হতে পরা-নিষ্কৃতি সাধন করে। আবার, ভাবব্যঞ্জক বা অস্তিবাচক অর্থে উদারতা, প্রেম এবং প্রজ্ঞারূপ শীলত্রয়ের অভ্যাসই হল নির্বাণ। অর্থাৎ বৌদ্ধমতে, পরহিতৈষণা, পবিত্র হৃদয়ে শান্তির অনুশীলন ও অজ্ঞানাদি বন্ধন নিরাকরণই নির্বাণ। প্রকৃতপক্ষে, ঐগুলি নির্বাণ সাধন বলে ঐগুলিকেই নির্বাণ বলে। *মিনিন্দপণ্হ* গ্রন্থে নির্বাণের ভাবব্যঞ্জক স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। জ্ঞানী আর্যশাবক ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উপভোগে রত হন না। উহাতে আনন্দ পান না এবং উহাতে ডুবেও থাকেন না। এজন্য তাঁর তৃষ্ণার নিরোধ (উপশম) হয়। তৃষ্ণা নিরোধের জন্য উপাদানের নিরোধ হয়। উপাদানের নিরোধে 'ভব'র নিরোধ হয়। 'ভব'র নিরোধ হওয়াতে জন্মনিরোধ (বন্ধ) হয়। পুনর্জন্মের অভাবে মৃত্যু, শোক, ক্রন্দন ও উৎপীড়ন প্রভৃতি দুঃখ ধ্বংস হয়। এই প্রকার নিরোধ হওয়ার নামই নির্বাণ। বৌদ্ধ মতে, এই নির্বাণ সুখ স্বরূপ। নির্বাণ যে সুখস্বরূপ তা নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন অনুভব করেন; তেমনই অপরেও যাঁরা নির্বাণ প্রাপ্ত হননি তাঁরা তাঁকে (নির্বাণ প্রাপ্তকে) দর্শন করে অনুভব করেন। এই নির্বাণকে মনের দ্বারাই জানতে হয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়ে তা জানা যায় না। নির্বাপিত দীপ যেমন পৃথিবীতেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না, কোন দিকেই যায় না, স্নেহ (তৈল) ক্ষয় হলে কেবল শান্তিকে প্রাপ্ত হয়; ঐরূপ জ্ঞানী পুরুষ কোথাও যান না; পৃথিবীতেও না, অন্তরীক্ষেও না, কোন দিকেও যান না। কেবল ক্লেশ ক্ষয় হয়ে গেলে তিনি শান্তিপ্রাপ্ত হন। গমনাগমন বন্ধ হওয়াই শান্তি। নির্বাণে প্রতিষ্ঠিত হলে পুনর্জন্ম নিরস্ত হয়ে যায়। বৌদ্ধগণ নির্বাণের দু'টি স্তরের কথা বলেন- সোপাধিশেষ (স্কন্ধ উপাধি থাকে) নির্বাণ এবং অনুপাধিশেষ (ক্লেশ উপাধি থাকে না) নির্বাণ। এই দ্বিবিধ নির্বাণকে আবার, "নির্বাণ" ও "পরিনির্বাণ" শব্দ দ্বারাও বুঝানো হয়। এইভাবে বৌদ্ধগণ নির্বাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

জৈন মতে জন্ম-জরাময়-মরণ; শোক-দুঃখ-ভয় হতে পরিমুক্তাবস্থাই নির্বাণ। উহা প্রতিদ্বন্দ্বরহিত সুখস্বরূপ ও অবিনশ্বর স্বরূপও বটে। পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয়কে ত্রিদণ্ডিগণ মুক্তি বলেন। জৈন মতে সর্বার্থসিদ্ধি নামক স্বর্গের অতি উচ্চে লোকাকাশের ও আলোকাকাশের সীমাস্থলে ঈষৎ প্রাগভাব নামে ছত্রাকার এক স্থান আছে। মুক্ত জীবন সেখানে থাকে। ইহাই সিদ্ধশীলা। সাধারণতঃ জৈন মতে মোক্ষ ও নির্বাণ শব্দ সমার্থক বলে প্রযুক্ত। কিন্তু, কখনও কখনও নির্বাণকে মোক্ষ হতে পরবর্তী অবস্থা বলে বর্ণিত হয়েছে।[২২] জৈন মতে, জীবই সকল দুঃখের অন্ত করতে পারে। এই দুঃখান্তকেই নির্বাণ বলা হয়। মুক্ত জীব সিদ্ধি লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করেন, পরিনির্বাণ লাভ করেন এবং সকল দুঃখের অন্ত করেন। জৈন মতে জীব দ্বিবিধ- মুক্তিযোগ্য ও মুক্তির অযোগ্য। মুক্তির অযোগ্য জীব 'নিত্যবদ্ধ' নামে অভিহিত। যারা মুক্তিযোগ্য জীব তারা ত্রিরত্নের অনুশীলন দ্বারা পুদ্গলের মোচন করে বদ্ধ জীবাত্মাকে দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি রূপ নির্বাণে প্রতিষ্ঠিত করে। জৈন মতে, মুক্ত জীব পুনরায় বন্ধন গ্রস্থ হয় না। সুতরাং, জৈন মতে, মুক্তি অবিনাশী বা নিত্য। মুক্ত জীবাত্মা,

অসর্বগত চেতন ও সক্রিয়। উহার কর্তৃত্ব অসিদ্ধ নয়। কিন্তু, ভোক্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বাদি উপপন্ন হয় না। এইভাবে, জৈন মতে মোক্ষ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা হল যে মোক্ষ বা মুক্তি অনাসক্তি স্বরূপ হলেও এটি নেতি বাচক অবস্থা নয়। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী মুক্ত অবস্থায় আত্মা থেকে সমস্ত অনুভূতি নির্গত হয়ে যায়। আমরা মনে করি যে, মুক্ত অবস্থাতেও পরিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব থেকে যায়। গৌতম বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর প্রমুখ জীবমুক্ত পুরুষরাও এই রকম জীবন যাপন করেছেন। বাসনা মাত্রই বন্ধনের কারণ হবে এটা বলা যায় না। জীবনের উচ্চতর মূল্য সন্ধান করার বাসনা, ক্ষুদ্র স্বার্থে আবদ্ধ জীবন কে মুক্ত করার বাসনা, ইত্যাদি এই সমস্ত বাসনা গুলিকে বন্ধন স্বরূপ বলা যায় না। গীতাতেও বলা হয়েছে ভক্তের সকল প্রবৃত্তি কৃষ্ণে অর্পিত হলে ব্যক্তিত্ব বন্ধন স্বরূপ হয় না। এক কথায় সমস্ত বাসনা সিন্ধুতে বিসর্জন না দিয়ে তাকে পরিশুদ্ধ করে তার মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রকটিত করাই মোক্ষ।

তথ্যসুত্র:

১. বেদান্ত পরিভাষা, অনু, পঞ্চানন শাস্ত্রী, ১৩৭৭, পৃঃ ৩২১
২. সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ।। ব্রহ্মসূত্র।।৪।৪।৮।।
৩. ছান্দোগ্য উপনিষদ।।৮।১২।৩।।
৪. মুক্ত প্রতিজ্ঞানাৎ।। ব্রহ্মসূত্র। ।৪।৪।২।। শঙ্করভাষ্য।।
৫. বিবেকচূড়ামনি, ৪৩৬, শঙ্করাচার্য, অনু, স্বামী বেদান্তানন্দ, উদ্বোধন, ১৯৯২, পৃঃ ২৮৯
৬. শ্রীভাষ্য ।।১।১।১ ।।
৭. প্রপঞ্চ সম্বন্ধ বিলয়ো মোক্ষঃ। শাস্ত্রদীপিকা পৃঃ ৫৫৭
৮. আত্যন্তিকন্তু দেহোচ্ছেদো নিঃশেষ ধর্মাধর্ম পরিক্ষয় নিবন্ধনো মোক্ষঃ।।প্রকরণপঞ্জিকা-তত্ত্বালোক, পৃঃ ১৫৬।
৯. প্রকরণপঞ্জিকা, পৃঃ- ১৮০-১৯০।
১০. স্বাত্মস্ফুরণরূপঃ। - প্রকরণ পঞ্জিকা,- পৃঃ১৫৭।
১১. "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থ স্তদচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থ"। সাংখ্য প্রকরণ সূত্র। ।।৬।৭০।।
১২. প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তেঃ।
১৩. ঐকান্তিকমাত্যন্তিকসুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি।। সাংখ্য কারিকা ।।৬৮।।
১৪. ".....কৈবল্যং দুঃখত্রয়বিগমং প্রাপ্নোতি পুরুষঃ"। তত্ত্বকৌমুদী টীকা ।।৬৮।।
১৫. পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতি প্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি। যোগ সূত্র, কৈবল্য পাদ।।৩।।
১৬. ন্যায় সূত্র ১৪১।১।২২।।
১৭. জন্মেনেতি। অনেন জায়মানা দুঃখ শব্দেন সর্ব্বেশরীরাদয় উচ্যন্তে ইত্যুক্তং ভবতি। ন্যায়বর্তিক তাৎপর্য টিকা।।১।১।২২।। পৃঃ-২৩৮।
১৮. বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছাদ্বেষ প্রযত্ন-ধর্মাধর্ম সংস্কারাণাং নির্মূলোচ্ছেদোহপবর্গঃ। স্বরূপৈক প্রতিষ্ঠানঃ পরিত্যক্তো হখিলৈগুণৈঃ।। ন্যাঃ সূঃ।। অপবর্গ প্রকরণ, পৃঃ ৭৭।।
১৯. যাবদাত্মগুণাঃ সর্ব্বেনোচ্ছিন্না বাসনাদয়ঃ। তাবদাত্যন্তিকী দুঃখব্যাবৃত্তিণারকল্পতে। ন্যায় মঞ্জুরি। অপবর্গ প্রকরণ, পৃঃ-৭৭।

২০. "তদভাবে সংযোগাভাবোহপ্রাদুর্ভাব মোক্ষঃ"।। বৈশেষিক সূত্র। ।।৫।২।১৮।।

২১. "তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্মক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি"।। বাৎসায়ন ভাষ্য । ।।১।১।২২।।

২২. দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ।। দেহস্য নাশো-মুক্তিস্তু ন জ্ঞানাদ মুক্তিরিষতে।...চার্বাকদর্শনম্, পৃঃ-৩৬, ৪২।

২৩. নাদর্শনিনো জ্ঞানং জ্ঞানেন বিনা ন ভবন্তি চারিত্রগুণঃ। অগুণিনো নাস্তিমোক্ষঃ নাস্ত্যহ মোক্ষস্য নির্বাণম্।। উত্তরাধ্যয়ন সূত্র ।।২৮।৬০-এর সংস্কৃত ছায়া।